প্রকৃতিতে জীবশক্তি নিধান করেন বলিয়া তিনি বিরিঞ্চি। সকল ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তিনি ব্রহ্মা নামে খ্যাত। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া তিনি ইন্দ্র। এইপ্রকার নানাবিধ শব্দের দ্বারা ত্রিবিক্রমপুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুই বেদে ও পুরাণে নানা নামে বিখ্যাত। এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে—নিখিল নামের মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি একমাত্র শ্রীবিষ্ণুতেই। বামনপুরাণে উল্লেখ আছে—

ন তু নারায়ণাদীনাং নাম্নামন্যত্র সংশয়ঃ।
অন্য নাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রকীর্ত্তিতঃ॥

নারায়ণ প্রভৃতি নামের কিন্তু অন্যত্র সংশয় নাই, অর্থাৎ অন্য কাহারও নাম নারায়ণ প্রভৃতি নাই। যেহেতু অন্য নিখিল নামের শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরমাশ্রয়রূপে প্রকীর্ত্তিত। স্কন্দপুরাণেও উল্লেখ আছে—

ঋতে নারায়ণাদীনিনামানি পুরুষোত্তমঃ।
অদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তেস্বকং পুরম্॥

রাজা যেমন নিজের পুরীটি বাদ দিয়া অন্য সমস্ত রাজ্য অন্য রাজার নিকট পত্তন দেয়, সেইরূপ ভগবান পুরুষোত্তম নিজের নারায়ণ প্রভৃতি নাম ব্যতীত অন্য সকল নাম শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাকে দিয়াছেন। তন্মধ্যে কতিপয় নাম শ্রীভগবান ব্রহ্মা এবং শিবকে দান করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে সকল নাম বিষ্ণুর নিজের নহে। যথা ব্রহ্ম পুরাণে

চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি।
উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ॥
বিশেষনামাণি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ॥

চতুর্ম্মুখ, শতানন্দ ও পদ্মভু—এই তিনটি ভগবানের নিজ নাম নহে, অথচ ভগবানই ব্রহ্মাকে ঐ তিনটি নাম দিয়াছেন। যেহেতু শ্রীভগবান সহস্রমুখ, অনন্তআনন্দ এবং শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। উগ্র, ভস্মধর, নগ্ন ও কপালী—শিবের এই চারিটি নাম ভগবানের নিজস্ব নহে, অথচ ভগবানই শিবকে এই চারিটি নাম দিয়াছেন। যেহেতু শ্রীবিষ্ণু শান্ত, বনমালাধর, পীতাম্বর এবং চক্রাদি অস্ত্রধারী। কেবল ভগবান নিজের বিশেষ বিশেষ নামও অন্যত্র অর্থাৎ ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি দেবতাকে দান করিয়াছেন। তাহা হইলে পূর্ব্বপ্রকারে শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বাত্মকরূপে প্রসিদ্ধ বলিয়া সেই শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণ এবং নাম প্রভৃতি ভিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ বলিয়া যে জন মনেও চিন্তা করিবে, সে জন শ্রীনামের নিকটে অপরাধী হইবে—ইহাই এস্থলের তাৎপর্য্য। যদি শ্রীবিষ্ণু এবং শিব—এই দুইএর অভেদ তাৎপর্য্যে ষষ্ঠী